যায়যায়দিন

তারিখ ... SEP 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

মন্ত্রী এমপিদের চাপে বন্ধ হয়নি অভিযুক্ত ৮ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি

এ সরকারের মেয়াদে আসছে নতুন আরো ১৫টি

আতিক রহমান পূর্ণিয়া ও শফিক ইসলাম

মন্ত্রী-এমপিসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে অজস্র অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও বন্ধ হয়নি আট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলাদা তদন্তে নানা অনিয়মের প্রমাণ পেয়ে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) এগুলো বন্ধের সুপারিশ করেছিল; কিন্তু বন্ধ দূরে থাক, এখন প্রভাবশালীদের চাপে আরো নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অনুমোদন দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, তার ওপর কোনো চাপ নেই। তবে এও বলেছেন, যদি যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাহলে দু'একটি নতুন ইউনিভার্সিটির অনুমোদন দেয়া হতে পারে।

দেশের ৫২টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর চালানো তদন্তের একটি রিপোর্ট ২০০৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিল ইউজিসি। এর পর পার হয়েছে দুই বছর। রিপোর্টটিতে মাত্র নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে জানানো হয়েছিল। আর শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ না থাকা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন না মানায় আটটির অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছিল। এছাড়া মানোন্নয়নের জন্য বাকি ৩৫টিকে সময় বেঁধে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। অভিযুক্ত এই আট বিশ্ববিদ্যালয় হলো কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (বগুড়া), সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, কুমিল্ল ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিক বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ও গুলচেমন আরা ট্রা ইউনিভার্সিটি।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স-৯২ অনুযায়ী কোনে ইউনিভার্সিটি বন্ধ করতে হলে একজন বিচারপতি মাধ্যমে তদন্তের বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী অ্যাপেলা ডিভিশনের সাবেক বিচারপতি ফজলুল হককে দিে কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটি আমেরিকা বাংলাদে ইউনিভার্সিটি ও গুলচেমন আরা ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটিকে বন্ধের সুপারিশ থেকে রেহাই দেয়। এর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন পৃ ১৫ ক

মন্ত্রী এমপিদের চাপে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সচিব শহিদুল আলম অভিযুক্ত ইউনিভার্সিটিগুলোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন। এতে সাড়া দিয়ে পাঁচটি ইউনিভার্সিটি মন্ত্রণালয়ে হাজির হলেও কুইন্স ইউনিভার্সিটি যায়নি। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত বন্ধের সুপারিশসহ একটি ফাইল গত মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠায়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধ না করার জন্য কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপির সহযোগিতায় জোরালো তদবির চলছে। গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের পক্ষে তদবির চালাচ্ছেন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার জামায়াত নেতা কামাল উদ্দিন জাফরী। তার সঙ্গে আছেন জামায়াত এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। গ্রিন ইউনিভার্সিটি বন্ধ না করার তদবিরের বিষয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, তিনি এ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জড়িত নন। এ জন্য এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবেন না। গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার কামাল উদ্দিন জাফরী দেশের বাইরে থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন সাবেক সচিব ফজলুর রহমান। কুইন্স ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী হামিদা বানু শোভা এমপি। বন ও পরিবেশমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের শ্যালক আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বা আম্মানের মালিক ও ভিসি ড. মোস্তফা কামাল মালেক। এ ক্ষেত্রে জোর তদবির রয়েছে মন্ত্রীর তরফ থেকে। 'আম্মান' বন্ধ না হওয়ার পেছনে তিনি জড়িত কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, আমি কেন বন্ধ না করতে বলবো? এটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমাকে কেউ বলেনি, আমিও কাউকে এটি বন্ধ না করতে বলিনি।

কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির পক্ষে তদবির চালাচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর শামসুল হক। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির পক্ষে নেমেছেন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান মাহমুদা বেগজারী। তার সমর্থনে আছেন সাবেক উপমন্ত্রী নুরুল হুদা। তদন্তে দেখা গেছে, এসব ইউনিভার্সিটির ক্লাস চালানোর মতো পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অথবা শিক্ষক হিসেবে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা শিক্ষকতা করার মতো যোগ্য নন। কোনোটিতে ক্লাসরুম আছে তো আসন নেই। লাইব্রেরির জন্য ছোট একটি রুম আছে তো বই নেই। পড়ানো হচ্ছে অনুমোদনহীন কোর্স। য়েন্সভিত্তিক ইউনিভার্সিটি হলেও কোথাও থাও ল্যাবের অস্তিত্বই নেই। রিজার্ভ ন্ডে জমা টাকা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই থেচ্ছ ব্যবহার করেছে এসব ইউনিভার্সিটি।

নব বিষয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বর্তমান সরকারের য়াদেই অভিযুক্ত ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধের দ্ধান্ত নেয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। নি বলেন, অ্যাক্ট সংশোধন করে নতুন ইভেট ইউনিভার্সিটির অনুমোদন দিলে তা চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

ষ সময়ে নতুন অনুমোদন

যখন পরিস্থিতি তখন নতুন আরো ১৫টি ইভেট ইউনিভার্সিটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সরকারের ষ সময়ে ইউনিভার্সিটি খোলার জন্য অস্থির য় পড়েছেন কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি। এর ছনে শক্তি যোগাচ্ছেন ক্ষমতাসীন দলের য়ক মন্ত্রী-এমপি ও ব্যবসায়ী। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জোর তদবির চলছে। অনুমোদন প্রত্যাশী ইউনিভার্সিটিগুলোর মালিকদের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রী-এমপিদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা। তদবিরে আছেন প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রীর পিএস, আমলাসহ অনেকেই। ইউজিসি সূত্র জানায়, প্রস্তাবনা জমা পড়েছে ২৫টি ইউনিভার্সিটির। এর মধ্যে ১৫টিকে সরকারের মেয়াদকালের মধ্যেই অনুমোদন দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী ইউজিসি বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ঘুরে এসে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। ভিজিট করে আসা ইউজিসির এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অনুমোদন প্রত্যাশীদের ক্যাম্পাসগুলো দেখে তারা হতাশ।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট-১৯৯৮ সংশোধনের আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর কোনো ইউনিভার্সিটিকে অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০০৪ সালে। চার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী তদবির করছেন বৃটিশ আমেরিকা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, পিচব্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি ও অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটির জন্য। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভিন্ন দুটি ইউনিভার্সিটির জন্য কাজ করছেন বলে জানা গেছে। [illegible] বিষয়ে কথা বলার জন্য এহছানুল হক মিলনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জামায়াতের এমপি ফরিদউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী তদবির করছেন জালালাবাদ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটির জন্য। নতুন করে ইউনিভার্সিটি অনুমোদন তদবিরের ব্যাপারে জানতে চাইলে এমপি ফরিদউদ্দিন উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, এ ব্যাপারে আপনাদের জানার কি দরকার। বাইরে যা ঘটবে তাই লিখবেন, ভেতরের বিষয় খুঁটিয়ে বের করার চেষ্টা করবেন না।

বিএনপি এমপি এমএএইচ সেলিম তদবির করছেন বাগেরহাটের মাজেদা বেগম ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনলজির জন্য। এই ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি এমপি সেলিম জানান, বেসরকারি পর্যায়ে অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনলজি ইউনিভার্সিটি দেশে নেই। আমি এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি।

কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের জন্য তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন কুমিল্লার এমপি শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ। তদবিরের বিষয়ে এমপি কায়কোবাদ বলেন, এ ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তারা আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারিনি।

অনুমোদন প্রত্যাশী অন্য ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে আইডিয়াল ইউনিভার্সিটি, রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস ইউনিভার্সিটি, আবদুল মোমেন ইউনিভার্সিটি, জেডএইচ সিকদার ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি, ইউনিভার্সিটি অফ প্রগ্রেসিভ মেরিটোক্রেসি, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি, হামদর্দ ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, মুসলিম ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, নর্থ পয়েন্ট ইউনিভার্সিটি, এএসএ কম্পিউটার ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি, এডিথ ক্রাউন ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল চার্টার্ড ফিনান্স অ্যানালিস্ট অফ ইনডিয়া, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি অফ নেদারল্যান্ডস।